প্রথম আলো

তারিখ 13 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

অমর একুশের গ্রন্থমেলা নিয়ে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাবনাবিনিময় করেন বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির নেতারা ● ছবি : প্রথম আলো

জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির ভাবনাবিনিময়

একুশের গ্রন্থমেলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মহান ভাষা আন্দোলনের মাসের অন্যতম প্রধান আয়োজন একুশের গ্রন্থমেলাকে সব রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রকাশকেরা। গতকাল রোববার দুপুরে নয়াপল্টনে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাবনা বিনিময় অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান সমিতির নেতারা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সদ্য প্রয়াত সাবেক প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রকাশকদের পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন সমিতির সভাপতি ওসমান গনি, নির্বাহী পরিচালক মিলনকান্তি নাথ, মাজহারুল ইসলাম, এম এস এ ভূঁইয়া, খন্দকার মনিরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান খন্দকার, কামরুল হাসান প্রমুখ।

প্রকাশকেরা বলেন, অমর একুশে গ্রন্থমেলা কেবল একটি বাণিজ্যিক মেলা নয়; এটি দেশের প্রধান সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ। এ মেলায় অংশ নিতে সারা দেশের মানুষের আগ্রহ থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসব গ্রন্থানুরাগী যাতে নির্বিঘ্নে মেলায় আসতে পারেন, সে জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি না দিতে এবং গ্রন্থমেলাকে সব রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখতে তাঁরা সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রকাশকেরা জানান, এবার বাংলা একাডেমি চত্বরে নতুন স্থাপনা নির্মাণ এবং একাডেমির অন্যান্য প্রয়োজনে মেলার জন্য মাঠের পরিসর বিগত বছরগুলোর চেয়ে আরও কমে গেছে। এদিকে প্রকাশকদের সংখ্যা যেমন প্রতিবছরই বাড়ছে, তেমনি মেলায় গ্রন্থানুরাগীদের উপস্থিতিও বাড়ছে। সে কারণে কয়েক বছর ধরেই মেলার পরিসর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। গত বছর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

প্রকাশকেরা জানান, এবারের মেলার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের আলোচনা হয়েছে। তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন, যেহেতু একাডেমির ভেতরে জায়গা এবার আরও কমেছে, সে কারণে সব প্রকাশককে একসঙ্গে সামনের রাস্তার দুই পাশে স্টল দেওয়া হোক। মেলার ভেতরে থাকবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার স্টল, লেখক কুঞ্জ, মিডিয়া সেন্টারব—এসব। তাঁরা জানান, আগে স্টলের প্রতিটি ইউনিটের মাপ ছিল আট ফুট বাই আট ফুট। সেটি ছোট করে ছয় বাই ছয় ফুট করা হয়েছে। সর্বোচ্চ তিন ইউনিটের বেশি কাউকে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। অথচ প্রতিবছরই প্রকাশনার সংখ্যা বাড়ছে। সব বই তাঁরা প্রদর্শন করতে পারছেন না। এতে পাঠকেরা যাচাই-বাছাই করে পছন্দের বই কিনতে পারেন না। প্রকাশকেরা স্টলের আকার বৃদ্ধিসহ একাডেমি-সংলগ্ন এলাকায় মেলার পরিসর বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দেন। একই সঙ্গে মেলার আশপাশের ফুটপাতে ভারতের লেখকদের নকল বই বিক্রি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান।